MAR 26 2001

দৈনিক জনকণ্ঠ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠক

বিতর্কিত ব্যক্তির উপাচার্য নিয়োগসহ অনিয়ম ও দুর্নীতি তদন্তে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠনের দাবি

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

বিতর্কিত ব্যক্তিকে উপাচার্য নিয়োগসহ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বহুবিধ অনিয়ম ও দুর্নীতি তদন্তে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠনের দাবি উঠেছে সংসদীয় কমিটির বৈঠকে। রবিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠকে এসব বিষয় নিয়ে দফায় দফায় তুমুল বাকবিতণ্ডা শেষে 'পরবর্তী বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনার পর এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে' মর্মে সভাপতির আশ্বাসের প্রেক্ষিতে ক্ষুব্ধ সদস্যরা শান্ত হন। বৈঠকে একজন সদস্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দুর্গাদাস ভট্টাচার্যের দুর্নীতি ও অনিয়ম সম্পর্কিত দলিলপত্র উপস্থাপন করলে তা দেখে অন্য সদস্যরা হতবাক হয়ে যান। অবশ্য একজন সদস্য দুর্গাদাসের পক্ষ নিয়ে বিষয়টিকে 'সাম্প্রদায়িক ষড়যন্ত্র' হিসাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলে অন্য সদস্যরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। বৈঠকে দুর্গাদাস ভট্টাচার্য উপস্থিত থাকলেও তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগগুলো সম্পর্কে কোনই সদুত্তর দিতে পারেননি।

কমিটির চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম নাহিদের সভাপতিত্বে সংসদ ভবনের কেবিনেট কক্ষে অনুষ্ঠিত হয় সাড়ে ৩ ঘণ্টাব্যাপী এ বৈঠক। এতে অংশ নেন কমিটির সদস্য হুইপ উপাধ্যক্ষ আব্দুশ শহীদ, শিক্ষামন্ত্রী এসএইচকে সাদেক,

(১১- পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

বিতর্কিত

(প্রথম পাতার পর)

আলমগীর কবির, বেগম রওশন এরশাদ এবং পঞ্চানন বিশ্বাস। শিক্ষা সচিব ড. সাদাত হোসেনসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, বৈঠকের শুরুতেই বিপত্তি বাধে কার্যবিবরণী অনুমোদন নিয়ে। এর আগের বৈঠকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দুর্গাদাস ভট্টাচার্যের অযোগ্যতা, দুর্নীতি ও অনিয়ম নিয়ে যেসব কথাবার্তা হয়েছিল, রহস্যজনকভাবে তার কোনটিই স্থান পায়নি কার্যবিবরণীতে। এ কারণে কোন কোন সদস্য বিষয় প্রকাশ এবং কার্যবিবরণী অনুমোদন করতে অস্বীকার করেন। এ অবস্থায় কমিটির সভাপতি বলেন যে, গত বৈঠকে যেসব আলোচনা কার্যবিবরণীতে ওঠেনি সেগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হবে। তাঁর এই অঙ্গীকারের ভিত্তিতেই অনুমোদিত হয় কার্যবিবরণী। এরপর বৈঠকে উত্থাপিত হয় 'পাবলিক পরীক্ষায় দুর্নীতি ও নকল প্রতিরোধে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য গঠিত সংসদীয় সাব-কমিটির রিপোর্ট। সেটি নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ আলোচনার পর সংশোধিত, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত আকারে অনুমোদিত হয়। বৈঠকের শেষ অংশে উত্তপ্ত আলোচনা হয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যায় প্রসঙ্গে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানায়, কমিটির সদস্য আলমগীর কবির বেশ কিছু দলিলপত্র উপস্থাপন করে বলেন, এগুলোয় স্পষ্টভাবেই দুর্নীতি-অনিয়মের বিষয়টি প্রমাণিত হয়। এতে দেখা যাচ্ছে যে, বিকম অনার্স (সনাতন) পরীক্ষায় ৮৭৪৯ রোল নং ধারী ব্যবস্থাপনা বিষয়ে মাত্র ২০ নম্বর পায়। কিন্তু অবিশ্বাস্য অনিয়মের মাধ্যমে তাকে দেয়া হয়েছে ৪০ নম্বর। আর এই পরীক্ষার্থীটি ছিল দুর্গাদাস ভট্টাচার্যের বোন কাবেরী ভট্টাচার্য। সুতরাং এই অনিয়মের ঘটনায় দুর্গাদাসের কোন সংশ্লিষ্টতা না থাকার দাবি অবান্তর। তিনি বলেন, সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতি-অনিয়ম নিয়ে বহুবার আলোচনা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের তদন্তেও প্রমাণিত হয়েছে সেসব অভিযোগ। কমিটির এর আগের বৈঠকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের তিনটি তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণী প্রাপ্ত যোগ্যতা, ফলাফল দুর্নীতি ইত্যাদি নিয়ে কথা হয়েছিল। কিন্তু কিছুদিন আগে দেখা গেল, অনেক পত্রিকায় বিজ্ঞান দিয়ে সংসদীয় কমিটির আলোচনা এবং দু'টি পত্রিকার রিপোর্টের সমালোচনা করা হয়েছে। এই ঘটনাকে 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ধৃষ্টতা' হিসাবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, সংসদ এবং সংসদীয় কমিটিতে যেসব বিষয়ে আলোচনা হয় সেগুলোর বিরুদ্ধে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া তো দূরের কথা, কোন আদালতেও প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না মর্মে সংবিধানে ও কার্যপ্রণালী বিধিতেই বলা আছে। এছাড়াও সংসদ সদস্যদের বিশেষ অধিকার তো আছেই। সুতরাং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জনগণের তহবিলের লাখ লাখ টাকা খরচের ঔদ্ধত্য দেখল কিভাবে? তিনি বলেন, তারপরও এসব বিজ্ঞাপনে দুর্গাদাস ভট্টাচার্যের যোগ্যতার প্রশ্নটি এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। শুধুমাত্র তাঁর বোনের পক্ষে সাফাই গাওয়ার জন্যই। প্রকাশ করা হয় লাখ লাখ টাকার বিজ্ঞাপন।

এ পর্যায়ে দুর্গাদাস ভট্টাচার্য অপ্রাসঙ্গিকভাবে বলে ওঠেন, আমার ছাত্রও উপাচার্য হয়েছে। অথচ এখন আমাকে নিয়ে এসব বলা হচ্ছে কেন? প্রকৃতপক্ষে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে। তাঁর এই বক্তব্যে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হন সদস্যরা। এ অবস্থায় সভাপতি দুর্গাদাসকে থামিয়ে দেন। এ পর্যায়ে কমিটির সদস্য পঞ্চানন বিশ্বাস হঠাৎ করেই দুর্গাদাসের পক্ষ নিয়ে চিৎকার করে বলে ওঠেন, সাম্প্রদায়িক কারণে এসব প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। ভিসি সাহেব সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক, তাই তাঁকে হেনস্থা করার চেষ্টা চলছে। তাঁর এ কথার প্রেক্ষিতে ততোধিক ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন আলমগীর কবির। তিনি বলেন, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কেউ দুর্নীতি-অনিয়ম করলে সেটা বলা যাবে না? বললেই সেটা 'সম্প্রদায়িক ষড়যন্ত্র' হয়ে যাবে? জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতি-অনিয়ম নিয়ে এই প্রথম আলোচনা হচ্ছে না। এর আগেও একাধিকবার আলোচনা হয়েছে। কিন্তু এখন দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরাতে বিষয়টিকে ভিন্ন রং দেয়ার চেষ্টা খুবই দুঃখজনক। তিনি সভাপতির উদ্দেশে বলেন, সংসদীয় কমিটি হচ্ছে জবাবদিহিতার সর্বোচ্চ স্থান। এখানে যদি দুর্নীতি-অনিয়ম নিয়ে আলোচনা করা না যায়, তাহলে বৈঠক ডেকে লাভ কি? সভাপতি সাহেব যদি বলে দেন, এসব আলোচনার দরকার নেই তাহলে আর আসব না। তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সব রকম দুর্নীতি-অনিয়ম তদন্তে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠনের দাবি জানান। সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রের কপি উপস্থাপন করে তিনি বলেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পদ পূরণ করা হচ্ছে দুর্গাদাসের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের দিয়ে। এরপর কমিটির সভাপতি পরবর্তী বৈঠকে বিষয়গুলো আলোচনার পর প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেয়া হবে বলে আশ্বাস দিলে ক্ষুব্ধ সদস্যরা নিবৃত্ত হন।

উল্লেখ্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য দুর্গাদাস ভট্টাচার্য উচ্চমাধ্যমিক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণী পেয়েছিলেন। আর স্নাতক পর্যায়ে '৬২ সালের 'অটো-গ্রাজুয়েট' হয়েছিলেন বলে জানা যায়। অর্থাৎ কোন পরীক্ষা ছাড়াই উত্তীর্ণ বলে গণ্য হন। শুধুমাত্র মাধ্যমিক (এসএসসি) পরীক্ষায় তিনি দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। অথচ জাতীয় বিশ্ববিদ্যায়ের অধিভুক্ত কলেজগুলোতেও কোন পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগ প্রাপ্তদের শিক্ষক হিসাবে নেয়া হয় না। এ কারণে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে সর্বাধিক তৃতীয় বিভাগপ্রাপ্ত দুর্গাদাসকে উপাচার্য নিয়োগ করায় প্রথম থেকেই সর্বমহলে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

রবিবারের বৈঠকে একজন সদস্য ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্টের সাবেক প্রধান প্রকৌশলী আঃ মান্নানকে চাকরিচ্যুতির সুপারিশ করার প্রস্তাব দেন। তিনি বলেন, ৪শ' কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে এই কর্মকর্তাকে ওএসডি করা হয়েছে মাত্র। এটা জনগণের সঙ্গে এক ধরনের পরিহাস। কারণ, এই মান্নানের দুর্নীতি দেশের শিক্ষা বিভাগের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছে।